দৈনিক খবর

তারিখ 27 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

64

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ

।।বিশ্ববিদ্যালয়রিপোর্টার।।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২৬শে নভেম্বর।– রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন গত ১২ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ৪ বছর পর অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে ৭০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ৪৬১ জন ভোটারের মধ্যে ৪৪৯ জন শিক্ষক ভোটদান করেন। প্রগতিশীল শিক্ষকদের 'রবীন্দ্র গ্রুপ' প্রফেসর এ বি এম হোসেন ও প্রফেসর এফ আর খানের নেতৃত্বে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই গ্রুপ সমর্থিত প্যানেল থেকে ৫ জন নির্বাচিত হন। তাঁরা হলেন– প্রফেসর মোঃ আবুল ফজল হক, প্রফেসর এম সাইদুর রহমান খান, প্রফেসর মুঃ কায়েস উদ্দিন, প্রফেসর মু ওয়াজেদ আলী ও প্রফেসর গাজী সিরাজুল ইসলাম।

ফাইন্যান্স কমিটিতে ১ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনও একই দিন অনুষ্ঠিত হয়। এতে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুঃ আব্দুল্লাহ আল-হারুন নির্বাচিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ওমর ফারুক উভয় নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন।

৫ জন ফেলোর পিএইচডি লাভ

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সম্প্রতি ৫ জন ফেলোকে পিএইচডি এবং ১ জনকে এমফিল ডিগ্রী প্রদান করেছে।

উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের ফেলো মোঃ দাউদ হোসেন–''সাইটোজেনেটিক্যাল স্টাডিজ ইন চিলি (ক্যাপসিকাম এ্যানামএল)'' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্যে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

একই বিভাগের ফেলো মোঃ জামান তাঁর –''স্টাডিজ অন দি অ্যালগাল ফ্লোরা অফ চলন বিল ইন রিলেশন টু ইটস ফিজিকো কেমিক্যাল কন্ডিশনস্''– অভিসন্দর্ভের জন্যে পিএইচডি লাভ করেন।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ থেকে দু'জন ফেলো এই ডিগ্রী লাভ করেন। নূরুদ্দিন মাহমুদের অভিসন্দর্ভ ছিল–'' স্টাডি অন ইমিগ্রেশন অফ কমার্শিয়ালী ইম্পর্ট্যান্ট পেনাসিড শ্রীম্প পোষ্ট লারভা ইন দি এসচুয়ারাইন এরিয়া অফ চকোরিয়া, কক্সবাজার'' শীর্ষক। আর মোঃ সিরাজ উদ্দিনের অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ''বাইওনোমিকস্ অফ দি সুকারকেন, টপসর্ট বোরার ট্রাইপোরাইজা নিভেলা (ফ্যাবপাইরালাইডিলেপিডোপরা)''।

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ফেলো এস এ শাকুর –''পারফরম্যান্স ইভালুয়েশন অফ দি ন্যাশনালাইজড কমার্শিয়াল ব্যাংকস বাংলাদেশঃ এ কম্প্যারাটিভ স্টাডি'' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্যে পিএইডি লাভ করেন। একই বিভাগের সৈয়দ জাবিদ হোসাইন–''শ্রীম্প কালচার ইন বাংলাদেশঃ এ্যান এ্যানালাইসিস অফ প্রডাক্টোভিটি এ্যান্ড প্রফিট্যাবিলিটি–'' বিষয়ের জন্য এম ফিল ডিগ্রী লাভ করেন।

উদীচীর মুক্ত আলোচনা

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর ২৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ গত ১৪ নভেম্বর এক মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করেন। ''বেতার – টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রায়ন'' শীর্ষক শহীদুল্লাহ্ কলাভবনে আয়োজিত এই মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদীচীর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ নাসির। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক; প্রাবন্ধিক ও কবি জুলফিকার মতিন; সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মলয় ভৌমিক; রাকসুর জি এস রুহুল কুদ্দুস বাবু প্রমুখ। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছাত্রমৈত্রী সভাপতি সাদাকাত হোসেন খান বাবুল; ছাত্রলীগ (না-শ)-র সাংগঠনিক সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান আনসারী; ছাত্রলীগ (ঝসদ)-র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন; সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আহবায়ক কাওসার রসিদ মামুন; ছাত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী লুমুম্বা প্রমুখ আলোচনা করেন। এ ছাড়া সাংস্কৃতিক জোটভুক্ত সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিব শংকর কারুয়া।

ছাত্রমৈত্রীর নবীন বরণ

বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রীর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আয়োজিত নবীন বরণ '৯১ গত ১৩ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের পশ্চিম চত্বরে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সাদাকাত হোসেন খান বাবুল। প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে সাবেক রাকসু ভিপি, ইউসিএল নেতা ফজলে হোসেন বাদশা ও ছাত্রমৈত্রীর কেন্দ্রীয় সভাপতি নূর আহমেদ বকুল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সভাপতি রবিউল আলম বাবু।

ছাত্র ঐক্যের ছাত্রসভা

ছাত্রঐক্যের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গত ১০ই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবনের পশ্চিম চত্বরে এক ছাত্র সভার আয়োজন করে। ছাত্র সমিতির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শামীমুল হক শামীমের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগ (না-শ)-র আহসানুল কবির বাদল; ছাত্র ইউনিয়নের গোলাম মোস্তফা; রাকসুর সহ- সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন প্রমুখ। এই ছাত্র সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের ৬০ জন ছাত্রনেতার নামে শিবির কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার নিঃশর্ত প্রত্যাহারসহ ৫ দফা সম্বলিত একটি দাবীনামা পেশ করে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করে। অন্যান্য দাবীসমূহ হল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দূর্নীতির তদন্ত, ছাত্র সমস্যার সমাধান; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের নীতিমালার বাস্তবায়ন এবং ছাত্র সমাজের ১০ দফা দাবীর বাস্তবায়ন। পরবর্তী কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ব্যাপক গণসংযোগ; ভিসির সংগে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি পেশ প্রভৃতি।